# আসহাবে সুফফাহ

সালেহ আহমাদ শামি

# আসহাবে সুফফাহ

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
অনূদিত

চেতনা
প্রকাশন

বই : আসহাবে সুফফাহ
লেখক : সালেহ আহমাদ শামি
অনুবাদ : আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩
প্রকাশনা : ৪৪
প্রচ্ছদ : মোহারেব মোহাম্মদ
প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ
০১৭১২-৯৪৭ ৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক : ওয়াফিলাইফ

মূল্য : ১৬০.০০৳

Ashabe Suffah by Saleh Ahmad Shami
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

# উৎসর্গ

মা মা মা এবং বাবা...

তাদের সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া আমিও যেন পৃথিবী ত্যাগ না করি, আর তারাও না করেন!

# বিষয়সূচি

ভূমিকা ..... ১১
আলোচনার উৎসসমূহ ..... ১২

## প্রথম অধ্যায়

## আসহাবে সুফফাহর বাস্তব চিত্র

**হিজরতপূর্ব মদিনার পরিবেশ ..... ১৯**
মদিনার নগর পরিস্থিতি ..... ১৯
মদিনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ..... ১৯
হিজরত-পরবর্তী মদিনা ..... ১৯
হিজরত-পরবর্তী মদিনার অর্থনীতি ..... ২১

**কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে ..... ২৩**
আনসারদের উদারতা ..... ২৩
সমস্যার সূত্রপাত ..... ২৪
বাইতুল উজজাব (অবিবাহিতদের ঘর) ..... ২৪
মসজিদে রাতযাপন ..... ২৪

**কেবলা পরিবর্তন ও সুফফাহর প্রেক্ষাপট ..... ২৬**
সুফফাহ কী ..... ২৭

**সুফফাহর মেহমানরা ..... ২৯**
সাময়িক আশ্রয়স্থল সুফফাহ ..... ৩০
পরিশেষে সুফফাহ ..... ৩২
আহলুস সুফফাহর ভরণপোষণ ..... ৩৩
আসহাবে সুফফাহর বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত ..... ৩৬
আসহাবে সুফফাহর সংখ্যা ..... ৩৮

**আহলুস সুফফাহর সংকটময় জীবন ..... ৪১**
মদিনার সাধারণ জনজীবন ..... ৪৫
অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণসমূহ ..... ৪৯

**আসহাবে সুফফাহর পেশা** ..... ৫৩
বাস্তব চিত্রের বর্ণনা ..... ৫৩
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ..... ৫৬
**সুফফাহ যুগের সমাপ্তি** ..... ৫৮
সারকথা ..... ৬২

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# আসহাবে সুফফাহর ভুল চিত্রায়ণ

**ভুল ধারণা ও ভ্রান্ত চিন্তার বিবরণ** ..... ৬৭
ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ভাষ্য ..... ৬৭
*আত-তারাতিবুল ইদারিয়া* গ্রন্থের ভাষ্য ..... ৬৮
*হিলইয়াতুল আউলিয়ার* ভাষ্য ..... ৬৯
*আওয়ারিফুল মাআরিফ*-এর ভাষ্য ..... ৭০
কিতাবুল ফুরকানের ভাষ্য ..... ৭০
**ভ্রান্ত চিন্তা ও ধারণার বিশ্লেষণ** ..... ৭১
প্রথম শ্রেণি ..... ৭১
দ্বিতীয় শ্রেণি ..... ৭২
তৃতীয় শ্রেণি ..... ৭২
**ভ্রান্তির বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ** ..... ৭৪
সুফফাহ বিনির্মাণ ..... ৭৪
সুফফাহ : ক্ষণকালের শরণার্থী শিবির ..... ৭
অনন্যোপায় অবস্থান ..... ৭৮
উপার্জনের পথ পরিত্যাগ করে ইবাদত ..... ৭৯
আদর্শ জীবন ..... ৮৩
আসবাবে সুফফাহর সেবা ..... ৮৫
**আসহাবে সুফফাহর জিহাদ** ..... ৮৮
**আসহাবে সুফফাহ ও সামা-সঙ্গীত** ..... ৯২
**ভিক্ষাবৃত্তি ইসলামে কাম্য নয়** ..... ৯৫
**উপসংহার** ..... ১০১

# অনুবাদকের কথা

যেকোনো ঘটনার সামগ্রিক চিত্র এড়িয়ে তার একটি খণ্ডাংশের ওপর নির্ভর করে ফলাফল বের করা হলে, খুব স্বাভাবিকভাবেই ফলাফলটা সঠিক হয় না।

আসহাবে সুফফাহ। আমাদের মধ্যে খুব পরিচিত একটি নাম। প্রচলিত ধারণামতে, সাহাবিদের মধ্যকার একটি স্বতন্ত্র ফজিলতপূর্ণ দল এটি। ফলে নানা কায়দায় ও আয়োজনে সুফফাহর অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্য দিয়ে আমরা গৌরব অনুভব করি। তবে বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, আসহাবে সুফফাহ বিষয়ে আমাদের চিন্তা ও ধারণাগুলো বহুলাংশেই ভুল। আর এসব ভুল তৈরি হয়েছে মূলত ঘটনার সামগ্রিক চিত্রের পরিবর্তে খণ্ডাংশের ওপর নির্ভরতার কারণে।

মূলত আসবে সুফফাহ কি কোনো বিশেষ পরিচিতি? স্বতন্ত্র মর্যাদার প্রতীক? অন্যান্য ফজিলত ও গৌরবের ধারক ও বাহক? যদি তাই হয়, তবে কেন খোলাফায়ে রাশেদিন, আশারায়ে মুবাশশারা, এমনকি আনসার সাহাবিদের মধ্য থেকে একজনও এই ফজিলতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারলেন না? তা ছাড়া জীবনের শেষ পর্যন্ত কোনো সাহাবি আসহাবে সুফফাহ পরিচিতি বহন করেছিলেন কি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে পারলেই আসহাবে সুফফাহ-কেন্দ্রিক আমাদের ভুল চিন্তাগুলো থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। আরবের প্রখ্যাত গবেষক আলেম এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজেছেন কোরআন-হাদিস-সহ ইসলামের সমস্ত নির্ভরযোগ্য ভাষ্যের আলোকে। তিনি আসহাবে সুফফাহর সূচনা ও প্রেক্ষাপট থেকে এর সমাপ্তি পর্যন্ত পুরো চিত্রটা এমন মুন্সিয়ানার সাথে অঙ্কন করেছেন, পড়তে পড়তে কখন যে ঘটনার ভেতর হারিয়ে যাবেন, টেরই পাবেন না।

বলাবাহুল্য যে, সাহাবিদের মর্যাদা নবীদের পর বাকি সমগ্র উম্মাতের ওপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত। তবে তাদের মধ্যেও মর্যাদার ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকেই। কিন্তু কোন পরিচয়টা মর্যাদার ধারক আর কোনটা সাময়িক পরিস্থিতির সৃষ্ট, সেটা যথাযথ উপলব্ধি করতে না পারলে তার থেকে ভুল ফিকহ তৈরি হয়। এখানেও তাই হয়েছে।

আশা করি বইটি সাধারণ পাঠক-সহ বিশেষ করে বাংলাদেশের আলেম ও তালিবুল ইলমদের চিন্তায় আলোড়ন তৈরি করতে সমর্থ হবে। এমনকি এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্ক তৈরির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে তেমন কিছু হলে আমার মতে ভালোই হবে। কারণ ইলমের জগতে শেষ বলে কিছু নেই। আলোচনা-সমালোচনা থেকেই জ্ঞানের নতুন নতুন শাখা-প্রশাখা তৈরি হয় এবং সত্যের নিকটবর্তী হতে আমরা সমর্থ হই।

পরিশেষে বলতে দ্বিধা নেই যে, ইলম ও আমলের ময়দানে আমি যারপরনাই নগণ্য একজন মানুষ। লেখালেখি ও অনুবাদেও আমি পেশাদার নই। নিজের ভালো লাগা থেকেই এই কাজটা করা, কারণ এই বইটা পড়ে আমার চিন্তা পরিবর্তন হয়েছে। তদুপরি অনুবাদ করার পর দ্বিতীয়বার দেখলেও তৃতীয়বারের জন্য আরও কিছু বিষয়ের তাহকিক রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু নানান ব্যস্ততায় আর সেই দেখাটা হয়ে উঠেনি। তাই আলেম ও তালিবুল ইলমদের চোখে যদি কোনো ধরনের ভুল ধরা পড়ে; তবে তা ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ থাকল। পরিশেষে চেতনা প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর বোরহান আশরাফীর প্রতি শুকরিয়া না জানালেই নয়; মূলত তার বারংবার তাড়া দেওয়ার ফলেই বইটি অবশেষে আলোর মুখ দেখছে। এ ছাড়াও এর নানা স্তরে জড়িত সকলের জন্যই দোয়া ও কৃতজ্ঞতা থাকল।

এই কাজের মধ্যে যা-কিছু ভালো, তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া। আর যা-কিছু মন্দ, তা অভিশপ্ত শয়তানের পক্ষ থেকে এবং তার জন্য শয়তানের নিন্দা।

আল্লাহ যেন আমাদের এই মেহনতটুকু কবুল করে নেন, এর ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করেন এবং একে আমার ও আমার পরিবারের নাজাতের উসিলা বানান। আমিন।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা
১৪-১০-২৩ খ্রি.

# ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। সর্বোত্তম দুরুদ ও পূর্ণাঙ্গ সালাম আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র জগতের জন্য রহমত হয়ে। দুরুদ ও সালাম তাঁর পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবির ওপর।

এই অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠায় আমি আসহাবে সুফফাহ নিয়ে আলোচনা করেছি। পৃষ্ঠাসংখ্যা স্বল্প হলেও এটি প্রস্তুত করতে যারপরনাই শ্রম দিতে হয়েছে আমাকে।

আসহাবে সুফফাহ সম্পর্কে জনমনে যে চিত্র বিরাজমান আছে, তার অনেকটাইটা বিভ্রম-মিশ্রিত, যাকে আরও পূর্ণতা দিয়েছে ধরণাপ্রসূত কল্পনার রং। ফলে পুরো চিত্রটাই তার বিশুদ্ধ রূপ হারিয়ে ফেলেছে। পরিচয়ের নিদর্শনগুলো এমনভাবে বিকৃত হয়ে গেছে, যার ফলে মূলের সাথে আর কোনো যোগাযোগ থাকেনি। ফলে আসহাবে সুফফাহর মূল রূপটি তুলে ধরার লক্ষ্যে এর বিক্ষিপ্ত অংশগুলো একত্রিত করা নেহাত সহজসাধ্য কাজ ছিল না। সিরাহ ও তারাজিমের গ্রন্থগুলোতে তত্ত্ব-তালাশের পেছনে বহু সময় ব্যয় হয়েছে।

পুরো আলোচনাটিকে আমি দু-ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথম ভাগে আসহাবে সুফফাহর সঠিক চিত্রটি অঙ্কন করতে সচেষ্ট হয়েছি। এর সূচনা ও বিকাশ থেকে শুরু করে এই ধারার সমাপ্তি অব্দি উঠে এসেছে এখানে। দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হয়েছে আসহাবে সুফফাহ সম্পর্কে সমাজের নানা স্তরে প্রচলিত ভ্রান্ত ও বিকৃত চিন্তাগুচ্ছ, যা এর মূল রূপকে আঁধারচ্ছন্ন করে দিয়েছে। এবং যেসব অপবাদে জর্জরিত করা হয়েছে তাদের—ইতিহাস বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেসবের যথাযথ জবাব দিয়েছি আমি।

আল্লাহ এই কাজটিকে খালিসভাবে তার জন্য কবুল করুন। নিশ্চয়ই গ্রহণকারী হিসেবে তিনি উত্তম।

## আলোচনার উৎসসমূহ

ভূমিকাতেই বলেছি, আহলুস সুফফাহ সম্পর্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সূত্রগুলো একত্রিত করা সহজসাধ্য কাজ ছিল না। কারণ এতদসংক্রান্ত আলোচনা ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে যতটুকু পাওয়া যায়, তা নেহাতই স্বল্প। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে, আসহাবে সুফফাহ স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ দল ছিল না কখনো, যেমন বিশেষ মর্যাদা রয়েছে আসহাবে বদর, আসহাবে উহুদ এবং বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের।

সিরাতের সর্বাধিক প্রশিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ *সিরাতে ইবনে হিশাম* গ্রন্থে আসহাবে সুফফাহ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। সিরাতের অপর বিখ্যাত রচনা *তাবাকাতে ইবনে সাদ* গ্রন্থে এক-দেড় পৃষ্ঠার চেয়ে বেশি কিছু পাওয়া যায় না আসহাবে সুফফাহ সম্পর্কে।[১] সিরাতের বিশ্বকোষ হিসেবে সুবিদিত *আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যায়*-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ *শারহুজ জুরকানি*তেও মাত্র এক পৃষ্ঠার মতো আলোচনা পাওয়া যায় সুফফাহ সম্পর্কে, এবং সেটাও মসজিদে নববি নির্মাণের প্রেক্ষাপটে (১/৩৭০-৩৭১)। বিরে মাউনা-বিষয়ক আলোচনায় পাওয়া যায় সুফফাহ সম্পর্কে কয়েকটি লাইন।[২]

হাদিসের গ্রন্থগুলোতে ব্যাপক তল্লাশির পরও এ বিষয়ের খুব অল্প আলোচনাই নজরে আসে। যেমন হাদিসের রাবি বলছেন যে, তিনি সুফফায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, এতটুকুই। আবু হুরায়রা রাজি. থেকে আমরা আসহাবে সুফফার দারিদ্র্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার সংবাদ পাই। এ-বিষয়ক অল্প কিছু হাদিস আছে, যাতে কেবল তাদের দারিদ্র্যপিষ্ট জীবনযাপনের চিত্র ফুটে ওঠে।

এ ছাড়াও আলেমদের মধ্যে অনেকেই এই বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন।

আবু আবদুর রহমান সুলামি (৩৩০-৪১২হি.) আসহাবে সুফফাহ সম্পর্কে বর্ণিত বিবরণগুলো একত্রিত করেছেন। যিনি সুফি ও বৈরাগ্যবাদীদের গল্প-কাহিনি নিয়েও কাজ করেছেন। আবু সাঈদ ইবনুল আরাবি তারও পূর্বে এ জাতীয় কাজ করেছেন।

---

[১] ১/২৫৫-২৫৬
[২] ২/৭৫-৫৬

এরপর এ ধারায় আগমন হয় *হিলইয়াতুল আউলিয়ার* লেখক আবু নুয়াইম ইস্পাহানির, যিনি আবু আবদুর রহমান সুলামি ও আবু সাইদ ইবনুল আরাবির আলোচনাগুলো একত্রিত করে তার ওপর আরও কাজ করেছেন আসহাবে সুফফাহর তালিকা প্রণয়ন করেছেন।

ইবনে হাজার বলেন, আসহাবে সুফফাহর সকলের নাম একত্রে এনেছেন আবু সাঈদ ইবনুল আরাবি। তার অনুসরণ করেছেন আবু আবদুর রহমান সুলামি, তিনি আরও কিছু নাম সংযোজন করেছেন। আবু নুয়াইম ইস্পাহানি *হিলইয়াতুল আউলিয়ার* শুরুর দিকে (প্রথম খণ্ডে) এই দুইজনের কাজকে সামনে রেখে আসহাবে সুফফাহর একটি তালিকা তৈরি করেছেন।[৩]

তাকিউদ্দিন সুবকির জীবনালোচনায় আমি দেখেছি যে, তিনি 'আত তুহফাহ ফিল কালামি আলা আহলিস সুফফাহ' শিরোনামে এ-বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু আমি এই বইটির সন্ধান পাইনি কোথাও। আমি জানি না এটি প্রকাশিত হয়েছে, না অপ্রকাশিত।

এরপর থেকে আসহাবে সুফফাহ সম্পর্কে দুই ধারার বইপত্র রচিত হয়েছে। প্রথমত, সেসব সুফিদের লিখনী—যারা আসহাবে সুফফাহকে নিজেদের সর্বোত্তম আদর্শ মনে করে। সুফফাহ হচ্ছে তাদের খানকাবন্দি ও বৈরাগ্যবাদী জীবনের দলিল। একে কেন্দ্র করেই তারা আসহাবে সুফফাহর নামে যা-তা প্রকাশ করেছে, তাদেরকে কলুষিত করেছে। দ্বিতীয় দল হচ্ছে, আসহাবে সুফফাহর ওপর আরোপিত অপবাদ ও প্রলেপিত কলুষ থেকে তাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করতে যারা লিখেছেন। যেমন ইবনে তাইমিয়া রহ. তার *ফাতাওয়া* গ্রন্থে এ বিষয়ে লেখালেখি করেছেন।[৪]

এই দুই ধারায় আসহাবে সুফফাহ সম্পর্কে যা-কিছু লেখা হয়েছে, তা কেবল এ নিয়ে ছড়ানো ভ্রান্তি, বিকৃতি ও তার খণ্ডন। একপক্ষ নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে আসহাবে সুফফাহর নামে জাল বর্ণনা তৈরি করেছে, অপরপক্ষ এসে তা খণ্ডন করেছে। ফলে আসহাবে সুফফাহর অবিকল রূপ ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র এইসব লেখালেখিতে খুঁজে পাওয়া নেহাত দুরূহ ব্যাপার।

শায়েখ আল্লামা আবদুল হাই কাত্তানি নববি শাসনের আইন শৃঙ্খলা-বিষয়ক তার বিখ্যাত গ্রন্থ *আত তারাতিবুল ইদারিয়্যা* গ্রন্থে আসহাবে সুফফাহ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ টেনেছেন। আলোচনার শুরুতে তিনি উল্লেখ করেন, এখানে আমি

---

[৩] *ফাতহুল বারি*, ১১/২৮৭

[৪] প্রাগুক্ত, ১১/৩৭-৮১

আহলুস সুফফাহ, তাদের অবস্থা ও সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করব।[৫] যদিও এখানে আলোচনার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, আহলুস সুফফাহকে খানকাব্যবস্থার পক্ষে দলিল হিসেবে তুলে ধরা এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের পথ পরিত্যাগ করার বিষয়টিকে মহীয়ান করে তোলা, তথাপি তার এই বিস্তারিত বিবরণ মাত্র নয় পৃষ্ঠায় এসে থেমে গেছে। ফলে আহলে সুফফাহ সমর্পিত বিবরণ যে কতটা স্বল্প, তা এখান থেকেই পরিস্ফুট হয়।

সর্বশেষ এ-বিষয়ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তৃত সূত্র হিসেবে গণ্য করা যায় আবু নুয়াইম ইস্পাহানির হিলইয়াতুল আউলিয়াকেই, যিনি আবদুর রহমান সুলামি ও আবু সাঈদ ইবনুল আরাবির এ অধ্যায়ের সমস্ত বিবরণ একত্রিত করে নিজ থেকে আরও তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি সর্বসাকুল্যে ১০১ জনের জীবনী উল্লেখ করেছেন আহলুস সুফফাহ হিসেবে। ৯৩ জনের জীবনী উল্লেখ করার পর তিনি লিখেছেন, 'এ পর্যন্ত যাদের আলোচনা হলো, শায়েখ আবু আবদুর রহমান সুলামি তাদের কথা উল্লেখ বলেছেন। এরা হচ্ছে আসহাবে সুফফাহ, যারা সুফফাহকে নিজেদের বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং সেখানে অবস্থান করেছেন। শায়েখ আবু আবদুর রহমান সুলামির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। সুফি দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এবং পূর্ববর্তীদের অনুসরণে তিনি এই মতাদর্শকে সুবিন্যস্ত করেছেন।... এজন্য মহামান্য শায়েখ আবু সাঈদ ইবনুল আরাবির বিবরণকেও এখানে তুলে ধরলাম, যিনি একজন হাদিসের রাবি ও সুফি ব্যক্তিত্ব।[৬]

এসবের পর আবু নুয়াইম ইস্পাহানি বলেন, আসহাবে সুফফাহর যেসকল ব্যক্তিবর্গের নাম সুলামি ও ইবনুল আরাবি উল্লেখ করেননি, তারা হলেন...,[৭] এভাবে তিনি আরও ৮ জনের নাম উল্লেখ করেছেন।

আবু নুয়াইম ইস্পাহানি আসহাবে সুফফাহ-বিষয়ক অধ্যায়ের সূচনায় একটি ভূমিকা লিখেছেন, যেখানে আহলুস সুফফাহর সাথে সম্পর্ক নেই এমন কিছু আয়াত তাদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। যেমন, সুরা কাহাফের আয়াত ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ এবং সুরা আনআমের আয়াত ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم﴾, অথচ এগুলো মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া আয়াত, যার সাথে আসহাবে সুফফাহর কোনো সম্পর্ক নেই।

---

[৫] *আত তাবাকাতুল ইলমিয়্যাহ লিল কাত্তানি*, ১/৪৭৩

[৬] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, ২/২৫

[৭] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, ২/২৬

তার বিবরণের পদ্ধতি হচ্ছে, একেকজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেন, ইনি আসহাবে সুফফাহর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তার থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদিস এনেছেন। অধিকাংশ হাদিসই এমন, আসহাবে সুফফাহর সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

সুলামি ও ইবনুল আরাবির বরাতে যাদের নাম এসেছে, আবু নুয়াইম ইস্পাহানি তাদের সকলের নাম এনেছেন। যদিও এর মধ্যে এমন অনেকের নাম চলে এসেছে, যারা আসহাবে সুফফাহর অন্তর্ভুক্ত নন। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেনও, তবে প্রত্যেকের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেননি।

ইবনে হাজারের মতে, আহলুস সুফফাহর আলোচনার ক্ষেত্রে যথার্থ সূক্ষ্মতার ছাপ পাওয়া যায় না। তিনি বলেন—ইবনুল আরাবি, সুলামি, হাকিম ও আবু নুয়াইম আসহাবে সুফফাহর সকলের নাম একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন। তাদের উল্লেখিত অনেক নামের ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ও বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তারা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো আনসারি সাহাবি আহলুস সুফফাহর অন্তর্ভুক্ত নন। এ ব্যাপারে আবু নুয়াইম ইস্পাহানির স্বতন্ত্র উক্তিও রয়েছে যে, কোনো আনসারি সাহাবি সুফফায় অবস্থান করেছিলেন মর্মে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অথচ তারপরও সুলামির সূত্রে তিনি এমন ১১ জনের নাম এনেছেন, যারা আনসারি সাহাবি। অথচ এ বিষয়ে কিছু বলেননি। এমন আরও অনেকের নাম এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, যারা আহলুস সুফফাহর অন্তর্ভুক্ত নন। অবশ্য এইটুকু আলোচনাও আহলুস সুফফাহ সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু জানতে সাহায্য করেছে, যা এই বইয়ে আমরা দেখতে পাব।

আসহাবে সুফফাহ-বিষয়ক আলোচনার উৎস হিসেবে এই কথাগুলো বলে রাখা জরুরি ছিল, যেন পাঠক তার সামনে থাকা এই গ্রন্থটির সঠিক রূপ উপলব্ধি করতে পারে এবং লেখকের অক্ষমতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। আল্লাহ একমাত্র সাহায্যকারী। সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস কেবলমাত্র তিনিই।

❋ ❋ ❋

প্রথম অধ্যায়

# আসহাবে সুফফাহর বাস্তব চিত্র

# হিজরতপূর্ব মদিনার পরিবেশ

এই আলোচনায় আমরা হিজরতপূর্ব মদিনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানব, যার মাধ্যমে আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে মুসলিমরা যখন মদিনায় হিজরত শুরু করেছে, তখন মদিনার সামগ্রিক পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন ছিল। আহলুস সুফফাহ ধারণার সঠিক রূপটি বুঝতে এই আলোচনা গভীর ও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

## মদিনার নগর পরিস্থিতি

ইয়াসরিবের (মদিনার পূর্ব নাম) মূল ভূখণ্ড ছিল প্রধানত আউস ও খাজরাজ নামের দুটি গোত্রের বাসভূমি। মূল ভূখণ্ডের আশেপাশে ছিল ইহুদিদের দুর্গবন্দি নিবাস। মোট তিনটি ইহুদি-কেল্লা ছিল ভিন্ন ভিন্ন তিন ইহুদি গোত্রের। এরা হলো, বনু কাইনুকা, বনু কুরাইজা, বনু নাজির। ইহুদিরা দিনভর মদিনার উন্মুক্ত প্রান্তরে চলাফেরা করত, মদিনার বাজারে সওদাগরি ও নানাধর্মী কাজকারবার করে বেড়াত। এ সময়ে তারা মদিনাবাসীর সাথে মিলেমিশে থাকত। রাত পড়লেই তারা আশ্রয় নিত নিজ নিজ দুর্গে। কেল্লার ভেতর তারা রাতযাপন করত।

## মদিনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

ইয়াসরিব ছিল প্রধানত কৃষিপ্রধান ভূমি। স্থানীয়দের অধিকাংশই জড়িত ছিল কৃষিকাজের সাথে। অন্যদিকে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পকর্ম ছিল ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে। কারণ তৎকালীন মদিনাবাসী এই পেশাকে খাটো চোখে দেখত। ফলে স্থানীয় অর্থনীতির চাকা ঘুরত ইহুদিদের হাতে। মদিনার সবচেয়ে বড় বাজার ছিল বনু কাইনুকার বাজার। ইহুদি গোত্র বনু কাইনুকার এলাকায়। বার, পানশালা ও দোকানপাট ছিল সব তাদের। কামার, কুমোর, জহুরি সব ছিল তারাই।

## হিজরত-পরবর্তী মদিনা

শুরু হলো হিজরত। মুসলিমরা মক্কা ছেড়ে আসতে শুরু করলেন মদিনার পানে। মুসলিমদের বেশ বড় একটি অংশ পৌঁছে গেল মদিনায়। অবশেষে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক রা.-কে নিয়ে মদিনায় আগমন করলেন রবিউল আউয়াল মাসে।

মুসলিমদের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত ছিল চরম সংকটাপন্ন একটি কাল। এ সময়ে মুশরিকদের চূড়ান্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পায় হিজরতরত মুসলিমদের প্রতি। হিজরতকারী মুসলিমদের দুই ধরনের অবস্থা ছিল। কেউ কেউ মুশরিকদের চূড়ান্ত শত্রুতার মুখে সকল সহায়সম্পদ ফেলে কেবল জানটুকু হাতে নিয়ে মদিনায় এসেছে। অপর একটি দল নিজেদের সম্পদের কিছু অংশ বা সবটাই মদিনায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। যারা তাদের সম্পদ নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে, তারা নিজেরাই নিজেদের থাকা-খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আবু বকর, উমর ও উসমান রা. ছিল এই ধারার। যারা সম্পদ আনতে পারেনি, কিন্তু নিজেদের পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা ছিল, তারা তা কাজে লাগিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য বা অন্য কোনো কর্ম বাগিয়ে নিয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আউফ ছিলেন এদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই শ্রেণির অপর একটি দল ছিল, যাদের না ছিল সম্পদ আর না পেশাগত যোগ্যতা; কিংবা যোগ্যতা থাকলেও উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের অভাবে তারা পরিপূর্ণভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লেন।

তাৎক্ষণিকভাবে এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন আনসারি সাহাবিরা। তারা তাদের ঘরের দরজা উন্মুক্ত করে দেন অসহায় মুহাজির সাহাবিদের জন্য। দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রতিজন আনসারের ওপর একজন মুহাজিরের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। আনসাররাও সীমাহীন উদারতার সাথে তাদের মুহাজির ভাইদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যার তুলনা মানব-ইতিহাসে বিরল। তারা তাদের সম্পদ, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবের একটি অংশ মুহাজিরদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এই আতিথেয়তা একদিন, এক সপ্তাহ বা এক মাস—সুনির্দিষ্ট কোনো সময়সীমায় বাঁধা ছিল না। কতদিন গড়াবে এই আতিথেয়তা, তা জানতেন না মেজবানরা। বছর থেকে বছর এভাবেই চলেছে অনেকের ক্ষেত্রে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি একজনকে অপর একজনের সাথে ভ্রাতৃত্ব জুড়িয়ে দেন। যেন নিজের ঘরবাড়ি, সহায়সম্পদ ও আত্মীয়-পরিজন ফেলে আসার যাতনা ও একাকিত্বের মর্মবেদনা মুহাজিরদের অন্তরে জায়গা না পায়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে আনসারদের এই উদারতার প্রশংসা ও বিবরণ আয়াতবদ্ধ করেছেন, আপন সাক্ষ্য হিসেবে—

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদিনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালোবাসে। আর মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদেরকে মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।[৮]

## হিজরত-পরবর্তী মদিনার অর্থনীতি

হিজরতের পূর্বে মদিনার নগরব্যবস্থা ছিল এমন, একদিকে ইহুদিদের বসতি, অপরদিকে আউস ও খাজরাজ গোত্রের আবাস। হিজরতের পর এটি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

- মুসলিম বসতি—যেখানে আউস ও খাজরাজের আনসার ও মুহাজিররা থাকতেন।
- মুশরিক বসতি—আউস ও খাজরাজের মধ্যে তখনও যারা কাফির ছিল, তারা থাকত। পরবর্তী সময়ে এদেরকে মুনাফিক নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ইহুদি বসতি—এখানে উল্লিখিত তিনটি গোত্রের ইহুদিরা থাকত।

যদি আমরা মদিনাবাসীর জনসংখ্যা কত ছিল তা অনুসন্ধান করতে চাই, তবে আমাদের কিছুকাল সামনে অগ্রসর হতে হবে। উহুদ যুদ্ধে মদিনার যুদ্ধক্ষম সকল ব্যক্তি বের হয়েছিলেন ময়দানের উদ্দেশে, যার সংখ্যা ছিল এক হাজার। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মাঝপথে তিনশত যোদ্ধাকে ফিরিয়ে এনেছেন, যারা ছিল মুনাফিক। আনসার ও মুহাজিরদের সম্মিলিত অবশিষ্ট সাতশত মুজাহিদ ছিলেন সত্যনিষ্ঠ মুমিন।

যেহেতু যোদ্ধারা ছিল মদিনার অধিবাসীদের বড় একটি অংশ, তাই এই সংখ্যাকেই আমরা অধিবাসীদের মোট সংখ্যা হিসেবে ধরে নিতে পারি। সে হিসেবে বলা যায়,

---

[৮] সুরা হাশর, ৯

যারা ইবনে উবাইয়ের সাথে মাঝপথে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করেছে, তারা মুসলিম নয়। তারা বদরের পর নিজেদের আত্মরক্ষা ও সামাজিক অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য ওপরে ওপরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা পূর্বেও মুহাজিরদের সহযোগিতা করেনি, কেননা তারা মুসলমানই ছিল না। পরবর্তী সময়েও করেনি, কারণ তারা ছিল মুনাফিক।

অবশিষ্ট সাতশত যোদ্ধার মধ্যে আমরা মুহাজিরদের সংখ্যা বের করতে পারি, তারা ছিলেন প্রায় ৩০০ জন। এর প্রমাণ হচ্ছে, হিজরতের দ্বিতীয় বছরের রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত বুয়াত যুদ্ধে ২০০ জন মুহাজির অংশ নেন। অনুমিত হয় যে, এখানে যুদ্ধক্ষম সকল মুহাজির অংশ নেননি; তবে বেশিরভাগ অংশ নিয়েছিলেন। ধরা যাক আরও একশত-এর মতো মুহাজির মদিনায় ছিলেন। সে হিসেবে মুহাজিরদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০০।

যেহেতু সাতশত-এর মধ্যে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ৩০০ জন, তাহলে বোঝা যায় বাকি চারশত ছিল আউস ও খাজরাজের আনসার সদস্য।

ওপরের আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়—

- মদিনা ছিল একটি ছোট্ট ভূখণ্ড, শরণার্থী গ্রহণে তার সক্ষমতা ছিল সীমিত।
- আনসারদের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণি ছিল। দরিদ্র আনসাররা মুহাজিরদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেননি সামর্থ্যের অভাবে।
- উপর্যুক্ত দুটি সূত্রের আলোকে বলা যায়, মুহাজিরদের দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো সামর্থ্যবান আনসারের সংখ্যা সাহায্যের মুখাপেক্ষী মুহাজিরদের প্রায় সমানুপাতিক ছিল।

এসবের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, উল্লিখিত সংখ্যার সামর্থ্যবান আনসার সাহাবিরা হিজরতের প্রথম ধাক্কা নিজেরা সামাল দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অর্থাৎ যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বে বা কিছু পরে মদিনায় হিজরত করেছেন। বলাবাহুল্য যে, এরপর থেকে নতুন মুহাজিরদের দেখভাল ও থাকা-পরার ব্যবস্থা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ উদ্যোগেই করেছেন।

***

# কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে

**আনসারদের উদারতা**

আনসার সাহাবিরা যেভাবে মুহাজিরদের অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা করেছেন, তা উদারতা, মাহাত্ম্য ও দানশীলতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত ছিল। এর নমুনা ছিল এমন—

- আগত মুহাজিরদের জন্য বাসস্থান ছেড়ে দেওয়া।
- খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জোগান দেওয়া।
- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিভিন্ন জিনিস হাদিয়া দেওয়া, তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যবহার করবেন।
- অন্যান্য হাদিয়া ও উপহার-উপঢৌকন।

আনসার সাহাবাদের উদারতা ও সহানুভূতির পরিমাপ উপলব্ধি করা যায় হজরত আনাস রা.-এর বরাতে *মুসনাদে আহমাদ* গ্রন্থের নিম্নোক্ত হাদিসের ভাষ্যে—

> قال المهاجرون : يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلاً في كثير. لقد كفونا المؤنة، وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم.
>
> মুহাজির সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা যাদের কাছে এসেছি, তাদের দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখিনি। সব স্বল্প সামর্থ্যের মধ্যেও এত উদারতা, এত দানশীলতা। তারা আমাদের জীবিকার বন্দোবস্ত করেছে, আমাদের কষ্টে অংশগ্রহণ করেছে। ভয় হয়, তারা কিনা আমাদের সমস্ত সওয়াবের ভাগীদার হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, তা হবে না। যতক্ষণ তোমরা তাদের প্রশংসা করবে, এবং তাদের জন্য দোয়া করবে।[১]

এই বিবরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় আনসারদের অসামান্য উদারতার পরিসর।

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ*, ৩/২০০